জামায়াতে ইসলামীর স্বরূপ-১

মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

জামায়াতে ইসলামী অর্থ ইসলামী দল। নামটা বড় সহজ-সরল এবং সুন্দর। অনুসন্ধিৎসু যে কেউই প্রাথমিক নজরে এ নামটা গিলে নেবে। এ নামের কেরামতিতে কেউ যদি সেই দলেই ঢুকে পড়ে তবে তা ঐ দলের প্রতি এ নামের মধুর তোহফা ছাড়া আর কি বলা যাবে। ভারতবর্ষের ধর্মভীরু মুসলমানদের জন্য এ রকম একটা সহজ-সরল নামই দরকার ছিল।

সাধারণত ইসলামী দল বলতে যা বুঝায় তা হল, এমন একটা দল যার সকল কিছুই ইসলামসম্মত হবে এবং সে অর্থে প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব এ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার সহযোগিতা করা। কিন্তু বাস্তবতা অনেকাংশেই ভিন্ন। জামায়াতে ইসলামী তার জন্ম থেকে যতটা না রাজনৈতিক কারণে, তার চেয়ে অনেক বেশি বিতর্কিত হয়েছে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এত সুন্দর নাম নিয়ে এ দলটি তার পথচলার প্রতি মুহূর্ত বিতর্কিত হল কেন? কি বাংলাদেশ, কি পাকিস্তান, কি ভারত -এ দলটি যেখানেই গেছে, সেখানেই তার কপালে বিতর্কের কালো দাগ পড়েছে। মুসলিম মনীষীদের কেউ বলছে এটা বিভ্রান্ত দল, কেউ বলছে অনৈসলামিক দল।

বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোতে প্রায়শই ইসলামী গবেষকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য আসে যে, জামায়াতে ইসলামী কোন ইসলামী দল নয়। আমি বিনা কারণে কাউকে দোষী বলার পক্ষে নই। আবার দোষীকে দোষী না বললে অপরাধ ঢালপালা মেলে সত্যের অপমৃত্যু ঘটায়। আক্বীদা-বিশ্বাসে কথায় ও কাজে ইসলামের পূর্ণ প্রকাশ হলে তো কাউকে অনৈসলামিক বলা মহা অন্যায়। কিন্তু তার ব্যতিক্রম হলে যে আর রক্ষা নেই।

ইসলামী নাম নিয়ে যদি কোন দল বা ব্যক্তির আক্বীদা-বিশ্বাসে কথা ও কাজে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু থাকে, তবে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য তা বড় বেশি ভয়ঙ্কর।

তাই সংগতকারণেই জামায়াতে ইসলামীর ভেতর বাস্তবতা জানা ও প্রকাশ করা আমাদের সবার জন্যই প্রয়োজন। আলোচ্য প্রবন্ধে জামায়াতের সাহিত্য দিয়েই আমরা জামায়াতকে মূল্যায়ন করার প্রয়াস পাব।

- ১ -

ব্যভিচারকারী পুরুষ ও নারীর জন্য ইসলাম ধর্ম যে শাস্তির বিধান দিয়েছে তা আম মানুষেরও জানা আছে। একশ' বেত্রাঘাত। এ শাস্তি কোরআনের বিধান। আর কোন সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়ার শাস্তি ইসলামে আশি বেত্রাঘাত। এই শাস্তিবিধান শাশ্বত এবং স্পষ্ট। এটাকে পরিবর্তন করার কোন সুযোগ নেই। সর্বকালের সর্বজায়গায়ই এ বিধান প্রযোজ্য হবে। এটা আল্লাহর আইন। মুসলমান হিসেবে আল্লাহর সকল বিধানকে ন্যায়সংগত বলে বিশ্বাস করা আমাদের ঈমানের অপরিহার্য দাবি। আল্লাহর কোন বিধানকে অন্যায় বলে অভিহিত করলে বা বিশ্বাস করলে তাকে মুসলমান বলা যায় না। এ কথা বলার পর আমি জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মি. মওদূদী সাহেবের একটি বক্তব্য উপস্থাপন করতে চাই এবং তা হল: 'যাঁহাঁ মিয়ারে আখলাক ভি ইতনা পুছ্ত হো কেহ্ নাজায়েয তা'আল্লুক্বাত কো কুছ বহুত মা'য়ূব না সমঝা জাতা হো এয়সী জাগাহ্ যেনা আওর ক্বযফ কি শর'ঈ হদ জারী করনা বেলাশুবাহ্ যুল্‌ম হ্যায়। -তাফহীমাত : ১ম খণ্ড : ২৮১পৃ.

"যে স্থানে চরিত্রের মাপকাঠি এতই নিম্মানের যে, অবৈধ সম্পর্ককে কোন দোষই মনে করা হয় না, এমন জায়গায় যেনা ও মিথ্যা অপবাদের ইসলামী শাস্তি প্রয়োগ করা নিঃসন্দেহে জুলুম।"

প্রিয়পাঠক, উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটি মি. মওদূদী সাহেবের, যিনি জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা। জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিতে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করা যদি জুলুম হয়, অন্যায় হয়, তবে কার আইন প্রয়োগ করলে ন্যায় হবে। এক মুখে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করাকে জুলুম আখ্যা দিয়ে অন্য মুখে আল্লাহর আইন কায়েম করার স্লোগান দেয়াকে কেউ যদি মুনাফিক্বী বলে, তবে তাতে তাকে দোষ দেয়া যায় না।

সম্মানিত পাঠক, যেনা ও অপবাদের এ শাস্তি পবিত্র কোরআন কোন একটি এলাকা বাদ দিয়ে অন্য এলাকার জন্য বা কোন পরিস্থিতি বাদে ভিন্ন পরিস্থিতির জন্য নির্দিষ্ট বা নিষিদ্ধ করেনি। মওদূদী সাহেব যে স্থানের কথা বলেছেন সেখানকার জন্য নতুন কোন বিধান তার কাছে নাযিল

হয়েছে কি না তা তিনিই ভাল বলতে পারবেন। কোরআনের অবারিত নির্দেশ বাস্তবায়ন করাকে জুলুম বলে আখ্যা দিলে তাকে আর মুসলমান বলা যায় কি না তার সিদ্ধান্ত পাঠকরা নিতে নিশ্চয় ভুল করবেন না। তবে জিজ্ঞাস্য হল, ঐ স্থানে ইসলামের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরআন মজীদের এ বিধান প্রয়োগ করা যদি জুলুম বলে ধরে নেয়া হয়, তবে ঐ স্থানের জন্য মওদূদী সাহেবের দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত বিকল্প আরেকটি বিধান আছে। প্রশ্ন হল, সেই বিকল্প বিধানটি কোন্ ধর্মগ্রন্থের? পবিত্র কোরআনের বিকল্প বিধান প্রয়োগ করা জামায়াতে ইসলামীর কাজ হলে তা তো মধুর বোতলে বিষ মেশানোর মতই হবে।

বক্তব্যটা এতই ধারালো যে, আলোচনার গতি এতটুকুতেই থামানো যাচ্ছে না। কারণ পবিত্র কোরআনের বিধান প্রয়োগ করাকে জুলুম বলা হচ্ছে। আমি যদি জিজ্ঞেস করি, এখানে জালিম ও মাজলূম কে? এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কারণ জালিম ও মাজলূমের সাথে ইসলাম ধর্মে পৃথক পৃথক অনেক বিধানাবলী সংশ্লিষ্ট আছে। মওদূদী সাহেবের বক্তব্যে উক্ত স্থানে যেনা ও অপবাদের শাস্তি প্রয়োগকরা জুলুম হলে এ ক্ষেত্রে জালিম হয় তো মহান আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন হবেন (না'ঊযু বিল্লাহ) নতুবা হবেন প্রয়োগকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী। জুলুম করা অন্যায়, ঘৃণ্য ও কবীরা গুনাহ্ এ কথা আমরা সবাই জানি, এর কোনটাই আল্লাহ শানে বলা যাবে না। আল্লাহ কোন অন্যায় করেন না, কোনরূপ ঘৃণার কাজও করেন না। সর্বোপরি আল্লাহকে জালিম বললে যে আর মুসলমানিত্বই থাকে না। কারণ আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন, "এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর জুলুম করেন না" (সূরা আলে ইমরান : ১৮২)। আচ্ছা ধরে নেয়া যাক, মওদূদী সাহেবের উদ্দেশ্য আল্লাহকে জালিম বলা নয়, বরং ঐ স্থানে যিনি এ বিধানটি প্রয়োগ করেছেন তিনি। তা হলে ওই স্থানে কোরআনের বিধান প্রয়োগকারী সে ব্যক্তি জালিম এবং জালিম হওয়ার কারণে সে অন্যায়কারী, অপরাধী, ধিক্কৃত, ঘৃণার পাত্র, কবীরা গুনাহকারী ইত্যাদি। তাহলে কি কোরআনের বিধান প্রয়োগ করার কারণেই সে অপরাধী? কোরআনের বিধান প্রয়োগ করার কারণে সে গুনাহ্গার? কোরআনের বিধান প্রয়োগ করার কারণে সে ঘৃণার পাত্র? কোরআনের বিধান প্রয়োগ করার কারণে সে জালিম? আপনার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে কেউ যদি অপরাধী সাব্যস্ত হয় তবে নির্দেশদাতা হিসেবে আপনিও কিন্তু সেই অপরাধের দায় এড়াতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাক হলেন নির্দেশদাতা আর সেই নির্দেশপ্রয়োগ করার কারণে আমি হলাম অপরাধী! কি বলবেন মওদূদী সাহেব! অপরাধের দায় ভার আল্লাহর উপর চাপিয়ে দেবেন কি না? যার কথায় পরোক্ষভাবে আল্লাহপাক অপরাধী সাব্যস্ত হন, তিনি জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার মওদূদী। এবার আসা যাক, মজলূমের আলোচনায়। মজলূমের ক্ষেত্রে অপশন একটাই, আর তা হল, যার উপর ওই বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে তিনি। মওদূদী সাহেবের ভাষায় যে স্থানে চরিত্রের মাপকাঠি এতটাই নিম্মানের যে সেখানে অবৈধ সম্পর্ককে কোনরূপ ত্রুটি মনে করা হয় না, সে জায়গায় কেউ যদি যেনা করে এবং কোরআনের বিধান মোতাবেক তার উপর যেনার শাস্তি প্রয়োগ করা হয়, তবে যেনাকারী ব্যক্তি জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে মজলূম হবে। হাদীসে আছে মজলূমের দু'আর মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে কোন দেয়াল বা পর্দা নেই অর্থাৎ তার দু'আ সরাসরি কবূল। তাহলে তো যেনা করে গো বেচারার মর্যাদা এতই বেড়ে গেল যে, দু'আ করলেই আল্লাহর দরবারে কবূল হয়ে যায় (না'ঊযু বিল্লাহ্! আস্তাগফিরুল্লাহ!)।

সম্মানিত পাঠক, বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করার মত মানসিকতা নিয়ে নয়। নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে মিস্টার মওদূদী সাহেবের কথাটিকে বিবেকের আলোতে আরো একবার পরীক্ষা করুন। সন্তানের কল্যাণকামী বাবা আদরের সন্তানকে কোন কাজের নির্দেশ দিলে সন্তান যদি সেই নির্দেশকে জুলুম বলে আখ্যা দেয়, তবে তা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেআদবী বলে ধরে নেয়া হয়। কারণ তাতে বাবার মনে কষ্ট লাগবে। এখানে কোন বাবার আদেশ নয়, স্বয়ং আহকামুল হাকিমীন রব্বুল আলামীনের নির্দেশকে জুলুম বলা হয়েছে। আসলে আদবের শিক্ষা মানুষের জীবনকে সুন্দর করে। বেআদবী মানুষকে ধ্বংস করে -তা কথায় হোক আর কাজে। ওস্তাদের সাথে কথা বলার আগে যেমন কিভাবে কথা বলতে হবে, তার আদব শিখতে হয়, তেমনি আল্লাহ্ পাকও প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে কথা বলার পূর্বেও পরিপূর্ণ আদব নিয়ে বলতে হবে। নয় তো দুনিয়া-আখিরাত উভয়ই শূন্য।

চলবে-